উদ্ভাবনী ধারনার শিরোনাম ঃ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আত্নবিশ্বাসী করে তুলতে বিশেষ অবহিতকরণ ও উদ্ভুদ্ধকরণ সভা।

বিস্তারিত বিবরণ ঃ- সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় ২৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেনীতে মোট ৩৭২ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী রয়েছে। (২০১৭ ইং সালের হিসাব অনুযায়ী) এই উপজেলায় ২৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০টি ক্লাষ্টারে বিভক্ত । এর মধ্যে ভাটপিয়ারীতে ১৬ জন, কাশিয়াহাটাতে ৭৪ জন, ভেন্নাবাড়ীতে ২৪ জন, বাহুকাতে ২৬ জন, পৌর-২ ৪৬ জন, পৌর-১ ৭৩জন, চন্ডিদাসগাঁতীতে ৪৪ জন, ছাব্বিশা বহুলীতে ১৩ জন, খোকশাবাড়ীতে ২৪ জন, বাগবাটিতে ৩২ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী রয়েছে। এখানে পরীক্ষা মূলক ভাবে পৌর-১ এ ৩টি বিদ্যালয় যথা- মালশাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে-৩ জন (১ম,২য়,৩য় শ্রেনী), চররায়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে-৩ জন (১ম,২য় শ্রেনী), হোসেনপুর উত্তর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে-৩ জন (শিশু শ্রেনী) মোট ৯ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী তাদের ৯ জন অভিভাবক, ৯ জন সাধারণ শিক্ষার্থী ও ৩ জন শিক্ষক সহ মোট ৩০ জনের মধ্যে গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করা হবে।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা শ্রেনীতে নিজেদের দূর্বল ভাবে। তারা নিজেরা হীনমন্নতায় ভোগে । শ্রেনীতে তারা অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে তালমিলিয়ে চলতে পারে না। সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষন না থাকায় শিক্ষকরাও জানেন না বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কিভাবে সাহায্য করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দূর্বল ভেবে তাদের সাথে মিশতে চায় না। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অভিভাকরা তাদের বোঝা মনে করেন। ফলে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক চাপে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং এক সময় ঝরে পড়ে। এই গবেষনাতে একটি সভার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আত্নবিশ্বাসী করে তুলতে সাহায্য করবে। সাধারণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মোটিভেশন করা হবে । ফলে সবাই বুঝতে পারবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কিভাবে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিকভাবে সাহায্য

করতে হবে। সভায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষক বিদ্যালয়ে গিয়ে অন্যান্য শিক্ষক এবং সাধারন শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের ধারনা বিনিময় করবে । ফলে অন্য সবাইও বুঝতে পারবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কিভাবে সাহায্য করা যায়।

এই প্রক্রিয়া প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর বছরে মোট ৪ বার আয়োজন করা হলে ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। প্রতি ৩ মাস পর পর ইউআরসি কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করবে। এ বিশেষ অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

বাজেট বিভাজন ঃ-

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী- ৯ জন
সাধারন শিক্ষার্থী - ৯ জন
অভিভাবক - ৯ জন
শিক্ষক - ৩ জন
বিশেষজ্ঞ - ২ জন
মোট-৩০ জন।

ক্রঃনং	বিবরণ	একক ব্যয়	দিন সংখ্যা	একক মোট ব্যয়	বছরে মোট ব্যয়
১	অংশ গ্রহনকারীর প্র্রাশিক্ষনার্থী খাবার ভাতা	১৫০/- ×৩০	১	৪৫০০/- ×৪	১৮০০০/-
২	অংশ গ্রহনকারীর প্র্রাশিক্ষনার্থী যাতায়াতভাতা	১০০/-×৩০	১	৩০০০/-×৪	১২০০০/-
৩	বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক	১০০০/-×২	১	২০০০/-×৪	৮০০০/-
৪	কোর্স ম্যাটেরিয়ালস	১৫×৩০	১	৪৫০/-×৪	১৮০০/-
৫	আয়োজক	৫০০/-	১	৫০০/-×৪	২০০০/-
৬	সহায়ক	৫০০/-	১	৫০০/-×৪	২০০০/-
৭	সাপোর্ট	১৫০/×২	১	৩০০/-×৪	১২০০/-
৮	অন্যান্য(ব্যানার সহ)	১২৫০/-	১	১২৫০/-×৪	৫০০০/-
	মোট				৫০,০০০/-
	(কথায়- পঁঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)				